গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

অক্টোবর/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১১ অক্টোবর, ২০১৮; বেলা ১০:০০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) পাবনার মুলাডুলি সিএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। উক্ত বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী সভাকে জানান যে, বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সাথে জড়িত ০২ জনকে ইতোমধ্যে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে এবং ০২ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনায়ন করা হয়েছে। সভায় মুলাডুলি সিএসডির সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়।	ক) মুলাডুলি সিএসডিতে সার্বিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর কর্তৃক সেপ্টেম্বর, ১৮ মাসে পরিদর্শনকৃত স্থাপনা কাউনিয়া, তিস্তা, ফুলবাড়ী, আমবাড়ী এলএসডিতে টোকেন মানি যথাসময়ে জমা না করা, এলইউএ হালনাগাদ না থাকা, মজুতের সঠিকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিদ্রুত রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া মাদিলাহাট এলএসডিতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ২৮/১০/২০১৭ তারিখের পরিদর্শনের নির্দেশনা দেয়ার পরও টোকেন মানি হালনাগাদ করার বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করতে বলা হয়। রংপুরের পীরগঞ্জ এলএসডিতে সংগ্রহ রেজিষ্টার হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর কর্তৃক সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসে পরিদর্শনকৃত স্থাপনাসমূহের অসঙ্গতির ব্যাপারে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		গ) রাজশাহীর গোদাগাড়ী এলএসডিতে সংগৃহীত হাস্কিং মিলের চালের বস্তায় মরা দানা, বিবর্ণ দানা এবং ভাঙ্গা দানা আধিক্যের বিষয়ে আলোচনা হয়। গোদাগাড়ী এলএসডিতে সংগৃহীত চাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।	গ) রাজশাহীর গোদাগাড়ী এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	
		ঘ) ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন এলএসডিতে ভোলা সদর হতে প্রাপ্ত চালে জীবন্ত পোকা দূরীকরণের উপর গুরুত্বরোপ করা হয়। দৌলতখান এলএসডিতে গুদাম ঘাটতি, পরিবহণ ঘাটতি অবলোপন ও সচিবালয় নির্দেশমালার আলোকে নথি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঘ) ভোলা সদর হতে প্রাপ্ত চালে জীবন্ত পোকা থাকার বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। দৌলতখান এলএসডিতে গুদাম ঘাটতি ও পরিবহণ ঘাটতি বিধি মোতাবেক অবলোপন করতে হবে এবং সঠিক নথি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ সিএসডি/এলএসডি পরিদর্শনের ন্যায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় এবং ওএমএস এর ডিলারগণের দোকানসমূহ পরিদর্শন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় সভায় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্য করে জানতে চান যে, বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল ক্রয় করলে এ জন্য কে কে দায়ী হবেন। পরিচালক, সংগ্রহ ও প্রশাসন বিভাগ বলেন যে, এ জন্য মূলতঃ ক্রয়কারী কর্মকর্তা ও মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সরাসরি দায়ী।	ঙ) খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় এবং ওএমএস এর ডিলারগণের দোকান পরিদর্শনপূর্বক মাসিকভিত্তিতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রতিবেদন প্রদান করবেন।	
		চ) মহাপরিচালক মহোদয় বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণের জন্য কঠোর নির্দেশ দেন।	চ) আবশ্যিকভাবে বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ করতে হবে ও বিলি-বিতরণ করতে হবে।	
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	ক) খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাসংক্রান্ত ডাটাবেজ হালনাগাদ করার ব্যাপারে পুনরায় আলোচনা হয়। কারণ ডাটাবেজ পর্যবেক্ষণে প্রায়ই অনিয়মিত দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঠিকমতো এন্ট্রি বা সর্বশেষ অবস্থা এতে বুঝা যায় না। ডাটাবেজ সফটওয়্যারটির কতিপয় বিষয় সংশোধনের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ক) সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের সাথে যোগাযোগপূর্বক মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনায়ন করবেন। পাশাপাশি, উক্ত ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ রাখার ব্যাপারে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/সিস্টেম এনালিস্ট।
		খ) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা জানান যে, **The Food (Special Courts) Act, 1956 এবং The Food Grains Supply (Prevention of Prejudical Activity) Ordinance 1979** আইন দু'টির উপর খাদ্য অধিদপ্তরের দু'জন পরিচালকের মতামত পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যায়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং স্টেক হোল্ডারগণের নিকট থেকে আরো বাস্তবসম্মত মতামত চাওয়া হয়েছে । এখন পর্যন্ত সকল সংস্থাপনা হতে **আইন দু'টির বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়নি।**	খ) **The Food (Special Courts) Act, 1956 এবং The Food Grains Supply (Prevention of Prejudical Activity) Ordinance 1979** আইন দু'টির উপর সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং স্টেক হোল্ডারগণ বাস্তবসম্মত মতামত প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	সভায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০১৮ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বোরো ২০১৮ মৌসুমে নির্ধারিত সময়সীমা ১৫/০৯/২০১৮ খ্রি: তারিখের মধ্যে ২৭০০০ মে:টন ধানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪৪৭২ মে:টন ধান, ১২২৯৯৫০ মে:টন সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২২৯৫৭৯ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ১,৫০,০০০ মে:টন আতপ চালের বিপরীতে ১,৪৯,৯৪২ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে মর্মে জানানো হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোরো ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় সংগ্রহের কাজে জড়িত খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	পরিচালক, সংগ্রহ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	আমন ২০১৮-১৯ সংগ্রহের প্রস্তুতি	আগামী আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুম ডিসেম্বর/২০১৮ থেকে শুরু হবে।	আসন্ন আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ এর প্রস্তুতির লক্ষ্যে ১৫ই নভেম্বর/১৮ এর মধ্যে মাঠ পর্যায় থেকে আমন ধান উৎপাদন ও চালকলের পাক্ষিক ছাঁটাইক্ষমতার তথ্য আনয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৮ এর ১ম পাক্ষিক পর্যন্ত সকল বিভাগ হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড়মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
সহকারী পরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		(খ) মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (চলাচল) জানান যে, মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগের লক্ষ্যে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ০৫/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় এবং ১৮/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত ডকুমেন্টস যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। শীঘ্রই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করা হবে। রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই নুতন ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	(খ) পিপিআর এ উল্লেখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে দ্রুত ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।
		গ) মোংলা সাইলোর পুরাতন গম নিষ্পত্তির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৮০৭(৪) নং স্মারকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে আহবায়ক করে ৪(চার) সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিকে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, আখানি, খুলনা; সাইলো অধীক্ষক, মোংলা; চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনা ও সহকারী রসায়নবিদ, খুলনা।
		ঘ) বরিশাল, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের চাহিদা মোতাবেক খাদ্যশস্য পরিবহণ অব্যাহত আছে। পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	ঘ) পরিবহনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা।
		ঙ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উদ্বৃত এলাকা হতে খাদ্যশস্য চলাচল সূচির মাধ্যমে পরিবহনের কাজ অব্যাহত রয়েছে।	ঙ) চাহিদার ভিত্তিতে উদ্বৃত এলাকা হতে খাদ্যশস্য চলাচল সূচির মাধ্যমে পরিবহন অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সরবরাহ,বন্টন ও বিপণন বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস খাতে ডিলারদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি	ওএমএস/খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ডিলারদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএসও খাদ্য বান্ধব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও পরিচালনা করতে হবে। মাঠ পর্যায় হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যে পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএসএর পরিদর্শনের বিষয়েও উল্লেখ থাকতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী	সারাদেশে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ প্রান্তিকে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ প্রান্তিকে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ মাসে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল উত্তোলনের শেষ সময়সীমা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। খ) যেহেতু আটার বাজার দর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	চ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল ও জেটি, বিভিন্ন ধরণের কনভেয় মেরামত ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন।	সাইলোসমূহের বিএমআরআই করার ব্যাপারে পরিদর্শন,উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং পুরা পার্টসের নামসহ বিনির্দেশ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।	
		বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাষ্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় পউকা বিভাগ হতে বেশি পরিমান ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ডানেজের আংশিক পরিমান বিভিন্ন এলএসডি সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশষ্যের গুনাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে বেশী পরিমান ডানেজ(প্লাষ্টিক) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে সাইলো সুপারকে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো সুপারকে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ পূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
		খাদ্য শষ্যের মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে মাঠ পর্যায়ে দ্রুত কীটনাশক সরাবরাহের বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক আলোচনা করা হয়।	দ্রুত দরপত্র আহবান পূর্বক মাঠ পর্যায়ে কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে।	
৭।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) খাদ্য অধিদপ্তরের নির্মিতব্য কম্পিউটার ল্যাবে অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের স্মারক নং ৬৯৯ তারিখ ১০/১০/২০১৮ মূলে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) (i) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ বিভাগ নভেম্বর/১৮ হতে ২দিন ব্যাপি অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১।পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ২। সিস্টেম এনালিষ্ট

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
			(ii) অক্টোবর/১৮ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবে নতুন কম্পিউটার ও স্ক্যানার দ্বারা সজ্জিত করতে হবে।	
		খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১।পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ২। সিস্টেম এনালিষ্ট
		গ) পুরাতন আপত্তিসমূহ সফটওয়ারে আপলোড আইসিটি নীতিমালা ও এটুআই এর সাথে পরামর্শ করে আগামী সভায় প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	গ) আগামী সভার পূর্বে পরিচালক পর্যায়ে Audit Management Software উপস্থাপন করতে হবে।	১। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ২। সিস্টেম এনালিষ্ট
		ঘ) ২০১৮-২০১৯ সন হতে উদ্ভূত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে আপলোড করতে হবে। এ পর্যন্ত ৬৬ টি সংস্থাপনার ১৫৬টি অনুচ্ছেদ আপলোড করা হয়েছে।	ঘ) ২০১৮-২০১৯ সন হতে উদ্ভূত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	১। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঙ) অবিলম্বে রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে সভা আহবান করতে হবে। অন্যান্য বিভাগে ২মাস অন্তর সভা আহবান করতে হবে।	ঙ) অবিলম্বে সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্ন করতে হবে।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ/আখানি সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
		চ)অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের স্মারক নং ১২০(ই নথি) তারিখ ১০/১০/২০১৮খ্রি: মূলে সকল আখানিগণকে ব্রডসিট জবাব প্রেরণের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে ঢাকা বিভাগে-২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২টি, রাজশাহী বিভাগে-৮টি, বরিশাল বিভাগে ১১টি, সিলেট বিভাগে -১টি এবং রংপুর বিভাগে ১টি মোট ২৫টি বিএসআর পাওয়া গেছে। সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে ৩৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪১৯০৬টি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	চ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি মাসে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	১।অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
৮।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগন জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারীপত্র সময়মত পাওয়া যায় না।	ক) দ্বি- পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে, সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে যেন জারীপত্র দ্রুত পাওয়া যায়।	১। সকল পরিচালক, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত: খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন জবাব প্রেরণ না করার জন্য আপত্তি সমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নিত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং১৮৫ তারিখ ০২/০৪/১৮খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করে জবাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/ সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন।	২। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৯।	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	ক) <u>PIMS Software হালনাগাদকরণ-</u> PIMS Software মাঠ পর্যায়ের আখানি, জেখানি, সিএসডি, সাইলোসহ অন্যান্য কার্যলয় হতে হালনাগাদ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে পদোন্নতি প্রাপ্তদের পদোন্নতি ও পোস্টিং এর তথ্য হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এছাড়াও দেখা গেছে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মরতদের সংখ্যা PIMS ডাটাবেজে প্রাপ্ত সংখ্যার চেয়ে অধিক। এতে লক্ষণীয় যে, কোন সংস্থাপনায় কতজন কর্মরত রয়েছেন তার সঠিক তথ্য খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় এন্ট্রি করা হয়নি। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের ২৬/০৪/২০১৮ তারিখের ১৫১নং স্মারকে PIMS Software এর প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়া প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও সেভাবে প্রেরিত হচ্ছে'না এবং সকল কার্যালয় প্রেরণ করছে না। ফলে এ সকল তথ্যের গড়মিল বের করা যাচ্ছে না। নিয়োগসহ কোন কাজে এ সকল ডাটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। <u>হালনাগাদকরণ-</u> শুধুমাত্র এ বিষয়ে **খাদ্য ভবন:** প্রশিক্ষণ বিভাগ, **আখানিসমূহ:** ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঢাকা রেশনিং, **সাইলোসমূহ:** সান্তাহার সাইলো, বগুরা, ষ্টীল সাইলো খুলনা, মোংলা সাইলো, সান্তাহার সাইলো, আশুগঞ্জ সাইলো, চট্টগ্রাম সাইলো **জেখানিসমূহ:** চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, বাগেরহাট, কক্সবাজার, ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, নারায়নগঞ্জ, বগুড়া, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, শরিয়তপুর, পটুয়াখালী। **সিএসডি সমূহ:** ঢাকা সিএসডি, হালিশহর সিএসডি, দেওয়ানহাট সিএসডি, খুলনা সিএসডি দপ্তর হতে অক্টোবর/১৮ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। অন্য কোন দপ্তর হতে এ ধরনের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	ক) কর্মরতদের সঠিক তথ্য PIMS Software এ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকল সংস্থাপনা হতে PIMS Software এর সাথে মিল রেখে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সকল কার্যালয়।
		খ) <u>APA- এ সংক্রান্ত:</u> জেলা কার্যালয়ের APA- এ চুক্তির তালিকা <u>হালনাগাদকরণ-</u> জেলা কার্যালয়ের APA- এ চুক্তির তালিকা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, রবিশাল ও সিলেট বিভাগ হতে পাওয়া গেছে।	খ) আখানি সকল জেলার সাথে APA চুক্তির সম্পাদন পূর্বক দ্রুত তালিকা প্রেরণ করবেন।	সকল আখানি।
		গ) <u>মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন-</u> মাঠ পর্যায়ের যে সকল কার্যালয়ে এখনও ই-নথির প্রশিক্ষণ হয়নি সে সকল কার্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। সে সকল সংস্থাপনা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা দ্রুততম সময়ে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তাগিদ রয়েছে। <u>হালনাগাদকরণ-</u> আখানি, খুলনা ও রাজশাহী হতে পত্র পাওয়া গেছে। আখানির অধীনস্ত দপ্তর সমূহের মধ্যে জেখানি, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নারায়নগঞ্জ, ব্যতীত অন্য কোন দপ্তর হতে তথ্য উল্লেখ নেই এবং অন্য কোন দপ্তর হতে তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সকল আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।	গ) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত ই-নথি বাস্তবায়ন করবেন।	সকল আখানি ও জেখানি।

মো: আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঘ) নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ- মাঠ পর্যায়ের আখানি, জেখানি ও উখানি কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল এটুআই কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল ওয়েব সাইটে তথ্য নালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে। ওয়েব সাইট নালনাগাদ করার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। **হালনাগাদকরণ-** শুধুমাত্র ঢাকা, খুলনা, সিলেট বিভাগের সকল জেলা এবং জেখানি, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, মুন্সীগঞ্জ দপ্তর ওয়েব পোর্টাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জেখানি কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা সিএসডি, চসনি খুলনা এ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি মর্মে পত্রের মাধ্যমে অত্র প্রেরণ করেন। অন্য কোন দপ্তর হতে পত্র পাওয়া যায়নি।	ঘ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিবেন। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট সিস্টেম এনালিস্ট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করবেন।	সকল আখানি, সিস্টেম এনালিস্ট জেখানি ও উখানি।
		ঙ) ইনোভেশন বা উদ্ভাবন চর্চা- মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারদের ইনোভেশন চর্চা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে যে কোন আর্থিক সহায়তা খাদ্য অধিদপ্তর হতে দেয়া হবে। **হালনাগাদকরণ-** খুলনা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সকল জেলা হতে রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। অন্যান্য বিভাগ হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	ঙ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে ইনোভেশন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ইনোভেটিভ কার্যক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসায়িত করতে হবে এবং রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন চাহিদা মতো দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়
		চ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহ্বান ও প্রাপ্ত উদ্ভাবনী- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে যেকোন ছোট উদ্ভাবন ধারণা নাগরিকের অনেক বড় কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন উদ্ভাবন ধারণা ই-মেইলে soft@dgfood.gov.bd ও Info@mofood.gov.bd বা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নাগরিক আবেদন ফরমের লিংকে (http://nothi.gov.bd/dak-nagoriks/online Abedon) এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রস্তাব লিংকের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর সহ (মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করা সহ) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সাথে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমপক্ষে ০৩টি প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই করে আগামী ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে) এবং প্রধান মিলার, সরকারী ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা, সাইলো অধীক্ষক, নারায়ণগঞ্জ/ চট্টগ্রাম/আশুগঞ্জ/সান্তাহার/খুলনা স্টীল সাইলো, খুলনা। (কমপক্ষে ০১টি প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই করে আগামী ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে)।	চ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে উদ্ভাবন ধারণা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। উদ্ভাবন চর্চা উৎসাহিত করতে হবে।	সকল আখানি, জেখানি ও উখানি।

...র রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		হালনাগাদকরণ- এ বিষয়ে আখানি চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, খুলনা ও আশগুঞ্জ সাইলো, জেখানি, মাগুরা, মুন্সীগঞ্জ হতে তথ্য পাওয়া গেছে।		
১০।	শুদ্ধাচার	ক) খাদ্য অধিদপ্তর হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে নিয়মিতভাবে কোয়ার্টারভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) নিয়মিতভাবে কোয়ার্টারভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/ সাইলো অধীক্ষক (সকল)

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-১). ১৩০০(৩০)

তারিখঃ ৪ /১১/২০১৮ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সরবি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd